যায়যায়দিন

তারিখ 28 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষায় দুর্নীতি

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে দুর্নীতির খবর নতুন নয়। তবে দুর্নীতির বিস্তার কতটা ব্যাপক, তা প্রকাশ পেয়েছে বুধবার যুগান্তরে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে। জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা খাতে কর্মরত প্রায় সাড়ে ৩ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী দুর্নীতিবাজদের কাছে এক রকম জিম্মি হয়ে পড়েছেন। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় সরকারি বিভাগ। এ বিভাগের সর্বোচ্চ দফতর থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার লাগামহীন ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে শিক্ষক-কর্মচারীরা রীতিমতো অসহায় হয়ে পড়েছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির ভিত্তিস্তর। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। এ লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, খাদ্য ব্যবস্থাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্বশেষ দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। এটি প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে হাজারও অনিয়ম আর দুর্নীতি বহাল থাকলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম কতটা সাফল্য লাভ করবে, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষকরা হচ্ছেন জাতি গড়ার কারিগর। দুর্নীতিবাজদের কারণে শিক্ষকরা যদি সারাক্ষণ তটস্থ থাকেন, তাহলে তাদের পক্ষে পাঠদানে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া সম্ভব নয়। এটি অনুধাবন করতে হবে সরকারকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ থেকে সব ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের মূলোৎপাটন করতে হবে অবিলম্বে। অভিযোগ রয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর অবস্থা আরও ভয়াবহ ও করুণ। সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম বিভাগ হলেও সেখানে কর্মরত অধিকাংশ অফিসার স্টেশনে অবস্থান করেন না। এমনকি যথাসময়ে অফিসেও যান না অনেকে। এছাড়া সুশাসন ও সেবা নিশ্চিত করার ব্যাপারেও অফিসারদের মধ্যে আন্তরিকতার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। রয়েছে যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব। এটি অনভিপ্রেত। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।